আমার শহর

ফটোগ্রাফির ঐতিহ্যে গর্বিত শহর

অনল আবেদিন

বহরমপুর ১৮ অগস্ট, ২০১৫, ০১:৩১:৪৮

বহরমপুরের এক স্টুডিওতে ক্যামেরার বিবর্তনের চিত্র।

‘ফ্রেঞ্চ আকাদেমি অব সাইন্স’ এবং ‘দি ফ্রেঞ্চ আকাদেমি অব ফাইন আর্টস’-এর যৌথ ঘোষণা মতে আগমীকাল ১৯ অগস্ট ‘বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবসে’ ফটোগ্রাফি-র বয়স হবে ১৭৬ বছর। কিন্তু রাজ্যে বা মুর্শিদাবাদের ফটোগ্রাফি চর্চার আদি কোথায়? তার বয়সই বা কত?
অশীতিপর বৃদ্ধ মৃণাল গুপ্ত ১৯৯৫ সালে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তার পদ থেকে অবসর নিয়ে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন’-এর অধিকর্তা ছিলেন। তথ্যচিত্রের নির্মাতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। কলকাতার বাসিন্দা মৃণালবাবুর ফটোগ্রাফির হাতেখড়ি বহরমপুরে। তিনি জানান, কলকাতায় ফটোগ্রাফির প্রথম স্টুডিও প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৬৮ সালে। চৌরঙ্গি এলাকায়। নাম ‘বোর্ন অ্যন্ড সেফার্ড’। বিদ্যাসাগর প্রয়াত হন ১৮৯১ সালে। সৎকার হয় নিমতলা শ্মশানে। শ্মশানে সেই ছবি তোলেন ফটোগ্রাফার শরৎচন্দ্র সেন। তাঁর দেখা কলকাতার প্রাচীনতম ফটোগ্রাফি এটি।
১৯০৭ সালের ৩-৪ নভেম্বর কাশিমবাজার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রাসাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতিনিধিদের নিয়ে ছবি তোলা হয়। সেই ছবি সাময়িক পত্রপত্রিকার সুবাদে আজও দেখতে পাওয়া যায়। তারও আগে বহরমপুরে ফটোগ্রাফির চর্চা ছিল বলে মনে করেন মৃণালবাবু। তিনি জানান, সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা অখণ্ডানন্দ মহারাজের ১৯০২ সালে তোলা ফটোগ্রাফি রয়েছে। বহরমপুর-কাশিমবাজারে বেশ কয়েকজন রাজা-জমিদার ছিলেন। লালগোলা, জিয়াগঞ্জ, নিমতিতা, কাঞ্চনতলা, কান্দি-সহ এ জেলার বিভিন্ন এলাকায় রাজবাড়ি-জমিদারবাড়ির প্রয়োজনে বহরমপুর শহরে ফটোগ্রাফির চর্চা শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে।

‘ফটোগ্রাফি সোসাইটি অব মুর্শিদাবাদ’- এর কোষাধ্যক্ষ পার্থসারথি ধর জানান, খাগড়া এলাকায় ছিল স্টুডিও ডি মল্লিক। সেটা ছিল কাঁচের স্টুডিও। কাঁচের সাহায্যে আলোর নানা রকম শেড ফুটিয়ে তোলা হত। সেই স্টুডিও ছিল কলকাতায়। মালিক ছিলেন দুই ইংরেজ সাহেব। পরে স্টুডিওটি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কিনে নিয়ে ডি মল্লিককে দান করেন।’’ প্রায় সেই আমলেই বহরমপুর শহরের গোরাবাজার রুটিমহল এলাকার আর এক মল্লিকের ফটোগ্রাফির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল ভারত জুড়ে। তিনি মন্দার উপেন্দ্র মল্লিক। বহরমপুরের ভূমিপুত্র অন্যতম স্রষ্টা। তাঁর তিন বছর আগে কলকাতায় অ্যানিমেশান ফটোগ্রাফি শুরু করেন মিউজিক ডিরেক্টর রায়চাঁদ বড়াল। তারপরে মন্দার মল্লিক।

‘মনার্ক কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড টেকনোলজি’র অধ্যক্ষ মৃগাঙ্ক মণ্ডল জানান, সেই সময় মন্দার

মল্লিক সারা দেশের প্রথম সারির পাঁচ জন ফটোগ্রাফারের মধ্যে একজন ছিলেন। কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজের বিপরীতে তাঁর স্টুডিও ছিল। শিল্পী গণেশ পাইন তাঁর কাছে কাজ শিখতে যেতেন বলেও দাবি মৃগাঙ্কবাবুর। মন্দারের প্রথম অ্যনিমেশন ফিল্ম ‘কালা বিল্লি’ রিলিজ করে ১৯৩৭ সালে।

লম্বা মাত্র ২ ইঞ্চি। ষাটের দশকে এমন ক্যামেরায় ৩ সেন্টিমিটারের ফিল্ম ভরে ছবি তোলা হত।

এমনই ঐতিহ্যময় শহর বহরমপুরে ফটোগ্রাফি ক্লাবের অভাব ছিল। সেই অভাব পূরণ করতে এগিয়ে আসেন কর্ণসুবর্ণ হাইস্কুলের শিক্ষক মৃণাল গুপ্ত (পরে শিক্ষকতা ছেড়ে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগে চলে যান), কাশিমবাজার স্টেশনের তৎকালীন ম্যানেজার বারীন রায়, শহরের মণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠের শিক্ষক দিলীপ ভট্টাচার্য ও অজন্তা স্টুডিওর কর্ণধার রাজবল্লভ ধর প্রমুখ। ১৯৬২ সালে বহরমপুর গঠিত হয় ‘ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অব মুর্শিদাবাদ’। তার সদস্য ছিলেন সিকিম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত, নাট্যব্যক্তিত্ব ও আইনজীবী কিশলয় সেনগুপ্তের মতো বিশিষ্টজনেরা। ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অব মুর্শিদাবাদ-এর উদ্যোগে বহরমপুর কাশীশ্বরী গার্লস স্কুলে প্রতি বছর কয়েক দিন ধরে চলত ছবি প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা। জাতীয় স্তরের ওই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতেন কলকাতা ছাড়াও ভূপাল, দেহরাদূণ, মুম্বই, বেঙ্গালুরু-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের ফটোগ্রাফার ও তাঁদের ছবি। ১৯৬৮ সালের পর সংস্থার অস্তিত্ব লোপ পায়।

ওই সোসাইটি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে গত বছর থেকে। প্রয়াত রাজবল্লভ ধরের ছেলে পার্থসারথি ধরের ছবি ব্রাজিল, লন্ডন, সিঙ্গাপুর, আমেরিকা-সহ দেশবিদেশের এ পর্যন্ত ২০টি পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছে। ২০১৩ সালের নভেম্বরে আগ্রায় অনুষ্ঠিত হয় ‘ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ফটোগ্রাফি’ (এফআইপি)-র কর্মশালা। সেখানে যাওয়ার জন্য ট্রেনের একই কামরায় ছিলেন বহরমপুরের পার্থসারথি, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের কলকাতার নির্বাহী বাস্তকার শিবভূষণ দাস এবং এফআইপি-র কোষাধ্যক্ষ অমিতাভ শীল। ট্রেনের ওই কামরায় বসেই তাঁরা ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অব মুর্শিদাবাদ-এর পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত নেন।

দ্বিতীয় পর্বের পথ চলার শুরুতেই ইতিহাস গড়ল ‘ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অব মুর্শিদাবাদ’। চলতি বছরের ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি তিন দিন ধরে বহরমপুরের মতো মফস্‌সল শহরে অনুষ্ঠিত হয় ‘প্রথম মুর্শিদাবাদ আন্তর্জাতিক সেলন’। সংস্থার সম্পাদক শিবভূষণ দাস বলেন, ‘‘৪৮টি দেশের ৩৯৯ জন ফটোগ্রাফারের ৪৪৪০টি ছবি জমা পড়ে। তার থেকে ১৩৬২টি ছবি প্রদর্শিত হয়।’’ আগামী কাল, বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবসে কালেক্টরেট ক্লাব হলে শুরু হবে দু’দিনের ছবি প্রদর্শনী।

সংকলন: গৌতম প্রামাণিক

SHARES